দৈনিক বাংলা

দৈনিক বাংলা

তারিখ 2 6 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

53

অনুবাদ সংস্থা

বাংলাদেশকে জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত করার লক্ষ্যে অবিলম্বে জাতীয় পর্যায়ে কার্যকর ও শক্তিশালী একটি অনুবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়েছেন দেশের বুদ্ধিজীবীরা।

গত বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ইনস্টিটিউটে অনুবাদে সমস্যা শীর্ষক এক সেমিনারে আলোচনাকালে এই প্রস্তাব করা হয়।

স্বাধীনতার এক যুগেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও আমাদের দেশে একটি শক্তিশালী অনুবাদ সংস্থার অনুপস্থিতি সত্যি দুঃখজনক। অনুবাদকর্মকে অনেকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে চান না। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও ব্যক্তি তাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থ ও রচনা অনুবাদ করছেন। কিন্তু তাতে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিক্ষার চাহিদা পূরণ হচ্ছে না।

এ যুগে উন্নত দেশগুলিতে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা শিখর স্পর্শ করেছে এবং পৃথিবীর সকল দেশেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চার ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। বিশ্বের এ অগ্রযাত্রার সঙ্গে যদি আমরা পা মিলিয়ে চলতে চাই তাহলে সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত জ্ঞানবিজ্ঞানের বই আমাদের অনুবাদ করতেই হবে। তা না হলে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ থাকবে না। আমরা নিজেদের সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকব।

জাতীয় ভিত্তিক একটি সংস্থাই কেবল এ অনুবাদের কাজ গুছিয়ে করতে পারে। কোন বই অনুবাদ করা প্রয়োজন, কোন দেশে জ্ঞানবিজ্ঞান নতুন শাখায় পল্লবিত হয়েছে, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সৃজনশীল কোন নতুন সৃষ্টি সংযোজিত হয়েছে কেন্দ্রীয়ভাবে এসব বিষয়ে খোঁজ-খবর রেখে, গ্রন্থ সংগ্রহ করে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে লেনদেন করে বিশেষজ্ঞরা অনুবাদের মাধ্যমে এদেশের জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন নিঃসন্দেহে। বলাবাহুল্য বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় জ্ঞানবিজ্ঞানের এ চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়।

আমরা জাতীয় পর্যায়ে একটি অনুবাদ-সংস্থা গঠনের পরামর্শ সমর্থন করি। তবে একই সঙ্গে একথাও বলতে চাই যে এ সংস্থা যেন দেশের অন্যান্য একাডেমীর মত এলোমেলো কর্মকান্ডের কেন্দ্রে পরিণত না হয়। পরিকল্পিতভাবে অনুবাদের কাজে হাত দিতে হবে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিতির জন্যে, নতুন জ্ঞান আহরণের জন্যে, উচ্চশিক্ষার চাহিদ পূরণের জন্যে। একাজ সহজ সাধ্য নয়। বিভিন্ন দেশে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার খোঁজ-খবর রেখে, বইপত্র সংগ্রহ করে, সুশৃংখলভাবে বাংলাভাষায় তা অনুবাদ করতে গেলে সংগঠিত উদ্যোগ-আয়োজন দরকার। তার বদলে যেনতেন এলোপাতাড়ি অনুবাদ পয়সার শ্রাদ্ধই ঘটাবে কাজের কাজ কিছুই হবে না। এ সতর্কবাণী উচ্চারণের কারণ, বাংলা একাডেমী ও অন্যান্য সংস্থা একসময় এলোমেলোভাবে বিদেশী গ্রন্থ অনুবাদ করিয়েছে, অনুবাদ কর্মের নামে অর্থের অপচয় ও স্বজনতোষণের নজীর পর্যন্ত রয়েছে। আমরা আশা করব, জাতীয় পর্যায়ে অনুবাদ সংস্থা গঠন করা হলে এসব ত্রুটিবিচ্যুতির পুনরাবৃত্তি রোধের ব্যবস্থাও হবে।